ইনকিলাব

তারিখ ... 22 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১২ ... ৭

রাবিতে ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা

প্রভোস্টের কক্ষ ভাংচুর

রাবি সংবাদদাতা

আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে রক্তক্ষয়ীয় সংঘর্ষের আশংকা সৃষ্টি হয়। পরে জাসদ ছাত্রলীগ পিছু হঠলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাদের সিট বাতিলের দাবিতে প্রভোস্টের রুমে ভাংচুরসহ হলের অতিথিকক্ষে থাকা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হবিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ভাংচুর করে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার রাত পৌনে ১২টায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ পৃ ৪ ১১ ক ৪ ৭

রাবিতে ছাত্রলীগ ও জাসদ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ও জাসদ ছাত্রলীগের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ছাত্রলীগ কর্মীরা জাসদ ছাত্রলীগকে হল থেকে বের করে দেয়ার জন্য রড ও লাঠি নিয়ে হল গেটে মহড়া দিতে থাকে। জাসদ ছাত্রলীগও হলের ভেতর মারমুখী অবস্থান নেয়। এ সময় রাবির বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা হবিবুর রহমান হল গেটে জড়ো হতে থাকে। ছাত্রলীগের মহড়ায় জাসদ ছাত্রলীগ পিছু হঠলে ছাত্রলীগের কর্মীরা হলের বিভিন্ন রুমে গিয়ে জাসদ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের না পেয়ে প্রভোস্টের রুমে গিয়ে ভাংচুর চালায় তাদের সিট বাতিলের দাবিতে। পরে অতিথি কক্ষে থাকা মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হবিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ভাংচুর করে।

এ ব্যাপারে রাবি শাখার জাসদ ছাত্রলীগ সভাপতি তৈমুর ফারুক তুষারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ছাত্রলীগের এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা স্বীকার করে বলেন, নবাগত ছাত্রলীগ কর্মীরা এ কাজ করেছে। এ ব্যাপারে শহীদ হবিবুর রহমান হলের প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. সাইফুল ইসলাম ফারুকী বলেন, হলে ভাংচুরের সাথে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুক্তমঞ্চ ব্যবহার নিয়ে উত্তেজনা

রাবি সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের বাধাকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট শহীদ মিনারের উন্মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠান করার ঘোষণা এবং বিকল্প সাংস্কৃতিক সংসদের মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠানে ঘোষণায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয় সংগঠনের এ ধরনের ঘোষণায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশংকা সৃষ্টি হয়। উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়ন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ আগে আবেদন করে প্রশাসনের কাছ থেকে বরাদ্দ পেলেও রাবি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট বরাদ্দ নেয়ার জন্য প্রশাসনকে চাপ সৃষ্টি করে সেখানে বরাদ্দ নেয়। উভয় সংগঠনের বরাদ্দের কারণে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকায় প্রশাসন উভয় সংগঠনের মুক্তমঞ্চ ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এতে বিকল্প সাহিত্য সংসদ প্রশাসনের নির্দেশকে মেনে নিচুতলায় তাদের অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নিলেও কেন্দ্রীয় সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন মুক্তমঞ্চেই অনুষ্ঠান করার ঘোষণা দেয়। পরে বিকল ৪টায় কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোট তাদের অনুষ্ঠান মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু করলে রাবির টিএসসিসি'র পরিচালক প্রফেসর মোঃ আশরাফুজ্জামান এসে তাদের সেখানে অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত থাকতে বললে জোটের নেতাকর্মীরা তাঁকে লাঞ্ছিত করে তারা যে কোন মূল্যে সেখানে অনুষ্ঠান করার ঘোষণা দেয়। এতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকায় মুক্তমঞ্চের সামনে পুলিশ অবস্থান নিলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এসে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোটের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।